কোচ কাঞ্চন

ক্যাশ মেশিন

৬ কোটি টাকার বিজনেস সিক্রেট!

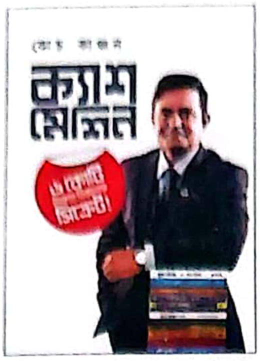

মেশিন লার্নিং, এআই আর নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের এই যুগে, সবকিছু ছাপিয়ে সবার বোধ হয় চাওয়া একটাই- একটা আস্ত ক্যাশ মেশিন খুঁজে পাওয়া। আর এই বই সন্ধান দেবে সেই আরাধ্য ক্যাশ মেশিন! বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিজের বিজনেসকে বানিয়ে ফেলুন বাস্তব একটা ক্যাশ মেশিন, আর আবিষ্কার করুন টাকার খনি! (ইনফ্যাক্ট ইটস ট্রু)

বিজনেস ব্লুপ্রিন্ট-এর মতন নাম্বার#১ বেস্টসেলার বইয়ের লেখক কোচ কাঞ্চন-এর ১৭ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লেখা এই বই পড়ে শুরু হোক মানি আর্নিং-এর আল্টিমেট জার্নি। লেখকের ব্যবসায় ৬ কোটি টাকার লস এবং সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া ৬ কোটি টাকার সিক্রেট রিভিল করেছেন এই বইয়ে। রয়েছে বিজনেসকে অটোমেটিক মানি মেকিং মেশিনে রুপান্তর করার যুগান্তকারী সব মেথড, ফ্রেমওয়ার্ক ও প্রিন্সিপাল। *দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েলথ প্রডিউসিং অ্যাসেট* নিজের ব্রেইনকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পারদর্শী করার নানা ফর্মুলা বইটিকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

একটা মেশিন নামক বস্তু বানিয়ে, *থিংক ডিফরেন্ট*-এর মতো পাঞ্চ লাইন দিয়ে পৃথিবীর সকল বিজনেস, ব্র্যান্ডিং, আর ফিলসফিকে বদলে দিয়েছিলো অ্যাপল। কোচ কাঞ্চনের ক্যাশ মেশিন সেই চিন্তার নতুন সংস্করণ!

এই বইটিকে একটা বিজনেস মাস্টারপিস বললে বেশি বলা হবে না। একজন উদ্যোক্তার মারাত্মক ৫টি ভুল ধরিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে এই বই ব্যাখ্যা করে মার্কেটিং কিভাবে বিজনেসের জন্য ম্যাজিক হয়ে ওঠে, কাগজের নোট নয়, কনটেন্ট কেমন করে এই যুগের ক্যাশ হয়ে ওঠে, হিসেব করে তিনি মিলিয়ে দেন কোটি টাকার অংক।

আর সবচেয়ে বড় যে উপলব্ধি সেটা হলো বিজনেসে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে। পৃথিবীতে জিরো ইনভেস্ট নিয়ে আসা আমরাই যখন বিজনেস শুরু করতে গিয়ে লসের কথাই আগে ভাবি, লেখক করাঘাত করেছেন সেই চিন্তার জায়গাতেও।

বইটি পড়তে পড়তে আবিষ্কার করুন কোটি টাকা আয়ের অসাধারণ সব ফর্মূলা আর খেলে চলুন দ্য বিগ অব লাইফ। কারণ "পৃথিবীতে যখন এসেছি, জীবনের খেলাটা খেলতে হবে ভাল করেই। বেঁচে যখন আছি, বাঁচাটা হোক বাঁচার মতোই।"

প্রচ্ছদ: সাজু

COACH KANCHON

৫০০

500

কোচ কাঞ্চন একাডেমি

পাঁচশত টাকার কুপন

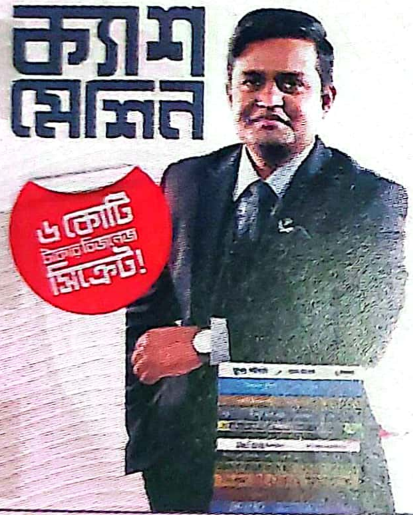

ckcourseall3101

চাহিবামাত্র ইহার পাঠককে
দিতে বাধ্য থাকিবে

Coach Kanchon
কোচ কাঞ্চন

যে কোনো কোর্সে ৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট পেতে কুপনটি ব্যবহার করুন। (শুধুমাত্র একবার)

৫০০

কক ০৯৬০৯ ৪০০ ৪০০

কোচ কাঞ্চন

ক্যাশ মেশিন

৬ কোটি টাকার বিজনেস সিক্রেট!

ঋিয়া প্রকাশনা
সৃষ্টিতে সুখের উল্লাস

উৎসর্গ

আমার ক্রাইসিস মোমেন্টের ক্যাশ মেশিন
আমার অস্তিত্বের আরেক অংশ আলামিন"কে।

যার হাত ধরে ঢাকা শহরের অলিগলি চিনলাম
যে আমাকে একুশে বইমেলার পথ চেনাল
সেই মানুষটা আমার একটা বইও ছুঁয়ে দেখল না।
এরচেয়ে বড় দুঃখ আমার জীবনে নেই।

ঢাকা শহরে আমার একমাত্র আশ্রয় ছিলি তুই।
ক্রাইসিসে তোর থেকে নিয়মিত নেওয়া ১০০/২০০ টাকার মূল্য
কোনোদিন আমি শোধ করতে পারব না।

জানি, তুই আমাকে মাফ করবি না কোনোদিন।
আমি আসিনি তোকে দেখতে, আসতে পারিনি রে..
আজকে টাকার মালিক আমি ঠিকই হয়েছি কিন্তু...
এই টাকার জন্যই তোর সাথে শেষ দেখাটাও করতে পারিনি।
অন্য মানুষের থেকে তোর লাশের বর্ণনা শুনেছি।

আমার জীবনের সবচেয়ে ভারী বোঝা এখন তুই।
তোর কথা মনে পড়লেই কষ্টে চুরমার হয়ে যাই।
আফসোসে বুকটা ফেটে যায়। আমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন ছিল তোর।
আজকে সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, শুধু তুই নেই...
আল্লাহ যেন কাউকে এমন ক্রাইসিস না দেন।
যে ক্রাইসিসে নিজের সবচেয়ে আপন মানুষটাকে শেষ বিদায় দিতে যাওয়া যায় না।
সেইদিন থেকেই একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম আমার মতো এমন ঋণে জর্জরিত মানুষগুলোকে টেনে তুলব। এই কাজেই নিজেকে এখন বিলিয়ে দিচ্ছিরে। তুই ভাল থাকিস ওপারে...

প্রিয় পাঠক,
বইয়ের শুরুতেই ছোট্টো একটা রিকুয়েস্ট রাখছি। এই বই পড়ে যদি একটুও উপকৃত হন,
তাহলে আমার পরিবর্তে আমার এই বন্ধুটাকে প্রার্থনায় রাখবেন, ওর জন্য দুআ করবেন।

ভূমিকা

খনি আবিষ্কারের নেশায় হন্য হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে মানুষ হাজার বছর ধরে। পৃথিবীর ইতিহাস যত প্রাচীন, মানুষের খনি আবিষ্কারের নেশা বোধ হয় তারচেয়েও বেশি পুরানো। হিরে, স্বর্ণ থেকে শুরু করে লোহা, কয়লা, আকরিক সবই খুঁজেছে সে। খনির লোভে হয়েছে খুনাখুনি, মানুষ হেঁটেছে মাইলের পর মাইল, উজাড় হয়েছে সভ্যতা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অসংখ্য বসতবাড়ি। তবু খনির প্রতি লোভ একটুও ফিঁকে হয়নি কারও। আর এই খনির লোভ এখন গিয়ে ঠেকেছে টাকায়। টাকার খনি আবিষ্কারের নেশায় মত্ত মানুষ লাইন ধরেছে টাকার মেশিনের সামনে। অথচ মানুষ নিজেই যে ঘাড়ে করে একটা মস্ত টাকার খনি নিয়ে ঘুরছে, সেটাই কেবল তার অজানা। পৃথিবীতে যত খনিজ সম্পদ আছে তার চেয়ে অধিক খনিজ লুকিয়ে আছে মানুষের ব্রেইনে কিন্তু উত্তোলন করতে না জানায় এর কোনও দাম নেই। তাইতো ঘাড়ের ওপর মাথাটাই হয়ে যায় আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বোঝা। আলটিমেট ওয়েলথ প্রডিউসিং অ্যাসেট নিজের ব্রেইনকে ট্রেইনকে করে কীভাবে কোটি টাকার ক্যাশ মেশিনে রূপান্তর করা যায় তার রোডম্যাপই এই বইয়ের একেকটি পাতা।

টাকা চায় না এমন মানুষ পাওয়া নিশ্চয়ই দুষ্কর! কারও কাছে কোটি টাকার মালিক হওয়াটা যেন পায়ের ওপর পা তুলে জীবন চালানোর মতো, কারও কাছে হয়তো আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া এবং কারও কাছে হাজার মানুষের জীবন বদলে দেওয়া আর পৃথিবীতে দাগ রেখে যাওয়ার সুযোগ। কথা যেটাই হোক সবার আরাধ্য বস্তু যেন আস্ত একটা টাকার মেশিন। কিন্তু এই টাকাই আমাদের জন্য হয়ে দাঁড়ায় টেনশন। রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর ভয় এসে আঁকড়ে ধরে। কখনও কখনও লোভী হয়ে নিজেদের পা বাড়িয়ে দেই অসৎপথে, কখনও এই লোভটাই পথে বসিয়ে দেয় আমাদের। আর তাই এই বইয়ের শুরুতেই আলোচনা করে নেই কীভাবে টেনশন ছাড়াই টাকা ইনকাম করা যায়। কীভাবে

শুধু সঠিক দক্ষতা ও কৌশলের অভাবে ক্যাশ মেশিন নামের বিজনেসটাই টেনশনের মেশিন হয়ে দাঁড়ায়।

উদ্যোগ একটা দাঁড় করালেই হয়তো উদ্যোক্তা হওয়া যায়, কিন্তু টাকা কামানো যায় না। সবাই তো উদ্যোগের কথা বলে। কিন্তু উদ্যোক্তার ভুল, যার কারণে উদ্যোগটাই আর দাঁড়ায় না শেষ পর্যন্ত! আর একটু দাঁড়িয়ে গেলেও মারাত্মক যে ৫টি ভুলের কারণে তা আর বেশিক্ষণ আলোর মুখ দেখতে পারে না। সেই ভুল ধরিয়ে দিয়ে আমি বদলাতে চেয়েছি উদ্যোক্তাদের চিন্তাভাবনা। শুধু ভুল নয়, বাতলে দিয়েছি সেই ভুলগুলো থেকে শোধরানোর উপায়গুলোও।

এই বইকে আমি শুধু ক্যাশ মেশিন বানানোর একটা বেসিক গাইডলাইন হিসেবে লেখিনি। এই বইতে বিজনেস সমস্যার আল্টিমেট সমাধান খুঁজে দিয়েছি। খেলার খুঁটিনাটি ভালো করে না জানলে যেমন ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না, তেমনি বিজনেসের আসল খেলাটা না জানলে বিজনেস বোঝা হয়ে যায় উদ্যোক্তার জন্য। আর বিজনেসের সেই আসল খেলাটা কী সেটা উন্মোচন করেছি এই বইয়ে। সন্ধান দিয়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পদের।

যেভাবে 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস' কর্পোরেশন সংক্ষেপে আইবিএম-এর থিংক আইবিএম-এর পজিশনিং-কে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপেলের বলা "থিংক ডিফ্রেন্ট" মেশিন নামক ডিভাইসকে বানিয়ে দিয়েছিল নিজেদের মতো বিজনেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারা নতুন এক পৃথিবীর প্রবেশদ্বার, বিএমডাব্লিউ'র "দ্যা আল্টিমেট ড্রাইভিং মেশিন" হয়ে উঠেছিল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির আল্টিমেট ন্যারেটিভ; সেভাবেই এই বইটি হয়ে উঠুক আপনার বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিন সচল রাখার আলটিমেট গাইডবুক।

বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকুন আর হয়ে উঠুন "দ্য বিগ গেইম অব লাইফ"-এর চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার।

সূচীপত্র

পর্ব- ১ : আউটার ব্যাটেল

১. টাকাই দেবে টেনশন নয়! ১১

২. উদ্যোক্তার ভয়াবহ ৫ ভুল! ১৪

৩. মার্কেটিং ম্যাজিক ২১

৪. পাঁচ প্রজন্মের মার্কেটিং ৩০

৫. সেলস ও প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন স্ট্রাটেজি ৩৮

৬. কনটেন্ট ইজ নিউ ক্যাশ ৫১

৭. কোটির টাকার অংক ৬০

৮. ৬ কোটি টাকার সিক্রেট : কোচ কাঞ্চন ইনডিউবিটেবল ল' অব বিজনেস ৭১

৯. বিজনেস সমস্যার আলটিমেট সলিউশন ৮৯

১০. বিজনেসের আসল খেলা ৯৪

১১. সিক্রেট অব ওয়েলথ ক্রিয়েশন! ১০৪

পর্ব- ২ : ইনার ব্যাটেল

১২. ব্রেইন : দ্য আলটিমেট ক্যাশ মেশিন ১১০

১৩. পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পদের সন্ধান ১২১

১৪. মন্দায় মাইন্ডসেট ১৩৬

১৫. নষ্ট ক্যালকুলেটর : দ্য হিডেন স্ট্রাগল ১৪৫

১৬. দ্য বিগেস্ট এক্সপেন্স ১৫২

১৭. দ্য বিগ গেইম অব লাইফ ১৫৮

পর্ব- ১ : আউটার ব্যাটেল

টাকাই দেবে টেনশন নয়!

আচ্ছা কল্পনা করুন তো,

আপনার কাছে বৈধভাবে টাকা বনানোর একটা মেশিন আছে। নাম তার ক্যাশ মেশিন!

কী করতেন ওরকম একটা মেশিন পেলে?

মনে মনে বলছেন, আবার জিগায়? কী না করতাম সেটা বলেন। এমন একটা মেশিন পেলে জীবনে আর কী লাগে। টাকা বানাতাম আর পায়ের ওপর পা তুলে শাহান শাহ-এ-আলম, মহারাজা হয়ে দিন যাপন করতাম।

জীবনের সব স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করতাম। ঋণ থাকত না, দান-খয়রাত তথা সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতাম, রাজ প্রাসাদের মতো একটা বাড়ি বানাতাম, পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম। আরও কত্ত কী-যে করতাম তার ইয়ত্তা নেই।

উফ! ভাবতেই মনের ভেতরটা প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এমন জিনিস ভাবলেও শরীরে একটা ভাব চলে আসে।

নিশ্চয়ই, ভাবছেন এটাতো নিছক কল্পনা। সত্যিকারের ক্যাশ মেশিন পাওয়াতো আর সম্ভব নয়।

সম্ভব ভাই, যদি বলি আপনার কাছে অলরেডি একটা ক্যাশ মেশিন আছে।

বলেন কী ভাই? কই সেটা?

আপনি উদ্যোক্তা বা বিজনেস করছেন মানেই আপনি একটা ক্যাশ মেশিনের মালিক।

প্রতিটা বিজনেসই এককেকটা ক্যাশ মেশিন!

সমস্যা হলো আমাদের বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিন প্রপারলি ফাংশন করে না, আমরা চালাতে জানি না, ফ্রেমওয়ার্ক নাই, প্রসেস ফলো করি না। তাই আমাদের ক্যাশ মেশিন হয়ে যায় টেনশন মেশিন। দক্ষতার অভাবে বিজনেস

আমাদের জন্য টাকা নয়, টেনশন প্রডিউস করে ।

ভাবুন তো, টাকা বানানোর জন্য শুধু ক্যাশ মেশিন থাকাই কি যথেষ্ট? সরকারের যে টাকা ছাপানোর মেশিন রয়েছে সেখানে কি অটোমেটিক টাকা বের হতে থাকে?

না, শুধু মেশিন হলেই কাজ হবে না।

মেশিন থেকে টাকা প্রডিউস করার জন্য অনেকগুলো রসদ লাগে (টাকা ছাপানোর কাগজ, সফটওয়্যার, বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি), কিছু স্পেসিফিক প্রসেস ফলো করতে হয় এবং দক্ষ কর্মী বাহিনী দরকার পড়ে। সবগুলো ধাপ ঠিক মতো বাস্তবায়ন হলে তখনই কেবল মেশিন থেকে টাকা বের হবে। আদারওয়াইজ মেশিনে সারাদিন গুতাগুতি করেও লাভ নেই। ভুল মেশিন কোনও টাকা নয়, দেবে টেনশন।

ঠিক তেমনি আপনার বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিনটা আপনাকে কী দেয়? টাকা নাকি টেনশন? এই বইয়ের মেথড, স্ট্রাটেজি, প্রিন্সিপালস ও ফ্রেমওয়ার্কগুলো ঠিক মতো ফলো করুন আপনার বিজনেসও আপনাকে টাকাই দেবে টেনশন নয়!

ছোটো বেলায় প্রায়ই ভাবতাম, যদি টাকা বানানোর একটা মেশিন পেতাম। খুব মজা হতো।

মেশিন থেকে শুধু টাকা বের করতাম আর চকলেট, আইসক্রিম খেতাম, অনেকগুলো ক্রিকেট বল আর ব্যাট কিনতাম, টিফিনের সময় প্রতিদিন মোগলাই খেতাম, আর জেমস, হাসান, আউয়ুব বাচ্চু কিংবা প্রমিথিউসের সব সিডি কিনে ফেলতাম!

আহ! সেই দিনগুলি! কতই না রঙিন ছিল গ্রামে বড়ো হওয়া সেই ছেলেবেলা।

মজার ব্যাপার হলো সাকসেসফুল বিজনেস বিল্ড করার পর কল্পনার সেই ব্যাপারটাই এখন ধরা দিয়েছে। এখন ফিল হয় আসলেই আমি একটা ক্যাশ মেশিনের মালিক। কিন্তু ক্যাশ মেশিন থেকে টাকা বানানোর কোড টা আবিষ্কার করতে আমার ১৭ বছর লেগেছে । ফাইনালি আই হ্যাভ ক্র্যাকড দ্য কোড।